**কারাগারে শেখা কাজে নতুন জীবনের শুরু**

* কারাগারে কয়েদিদের কাঠমিস্ত্রি, সেলাই, হস্তশিল্প তৈরি, খাদ্য পণ্য তৈরি, কয়েদিদের জন্য পোশাক ও মাস্ক তৈরি, জামদানি শাড়ি তৈরি, পুঁতির ব্যাগ ও নকশিকাঁথা বুনন, বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সারাই, মাশরুম চাষের মতো মোট ৩৮ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
* বন্দীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৮ সালে।
* ২০১৪ সালের জুলাই থেকে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৮টি কারাগারে ৪৮ হাজার ৪৬৩ জন বন্দীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
* গত এক বছরে মুক্তি পেয়ে ৫৭ জন বন্দী স্বাবলম্বী হয়েছেন।
* কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে গত এক বছরে মুক্তি পাওয়া ৩৭ জন বন্দী ইলেকট্রিক কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
* দেশের ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ২৮টিতে বন্দীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে।
* ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পোশাক কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এ কারখানার নকশা করা হয়েছে। ৪০টি সেলাই যন্ত্র নিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে কারখানাটি চালু করা হবে।
* কারা কর্তৃপক্ষ ও সমাজসেবা অধিদপ্তর বন্দীদের যন্ত্রপাতি ও টাকা দিয়ে সহযোগীতা করে থাকে।

**অনলাইন ক্লাসের পথ দেখাল যারা**

* ২৪ মার্চ থেকে পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার ঝাটিবুনিয়া জে আর নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ২৭ মার্চ থেকে পটুয়াখালী শহরের পটুয়াখালী কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গলাচিপা উপজেলার সুহরী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে ১লা এপ্রিল থেকে ঢাকা কলেজ ফেসবুক পেজ খুলে অনলাইনে পাঠ দেওয়া শুরু করে।
* শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঢাকা কলেজের দোতলায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক লাইভে (সরাসরি) বিষয়ভিত্তিক ক্লাস নেওয়া শুরু করা হয়।
* নির্ধারিত সফটওয়্যার ব্যবহার করে কলেজের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বহু নির্বাচনী প্রশ্নে (এমসিকিউ) অনলাইনে পরীক্ষা নিয়ে ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির ব্যবস্থাও রাখা হয়। প্রথমবার অনুত্তীর্ণদের জন্য আবার পরীক্ষার সুযোগ রাখা হয়।
* সময়সূচি ঠিক করে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া হয়। আগেই এই সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়। মন্তব্যের ঘরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করার সুযোগ পায়। প্রশ্নের জবাব দেন শিক্ষকেরা।

**নিরাপদে স্কুল খোলা: বাস্তবতা ও করণীয়**

* **মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি – মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়**
* আমাদের ‘কোভিড-১৯ এর জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি’রয়েছে। আমরা এখনো পর্যন্ত তাদের সুপারিশ মেনে চলছি। ভবিষ্যতেও মেনে চলব। আমাদের কারিগরি পরামর্শক কমিটি সব অংশীজনের মতামত নিয়ে একটা গাইডলাইন দেবে। আমরা সেভাবে কাজ করব।
* স্কুল না খোলার জন্য ইতিমধ্যে শিক্ষা খাতে যে ক্ষতি হয়েছে, এর পরবর্তী সামাজিক প্রভাব অনেক।
* আমাদের অনেক অর্জন আজ হুমকির সম্মুখীন যেমন- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাল্যবিবাহ রোধের সাথে জড়িত অর্জনসমূহ, শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওকরণ, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদি।
* দেশে এখনো অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা খর্বকায় হয়ে থাকে। অনেকের পুষ্টির সমস্যা রয়েছে। এর সঙ্গে যদি কোভিডের মতো একটা সমস্যা যুক্ত হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
* আমরা যাদের জন্য ঝুঁকি নেব তারা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবসম্পদ। এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাবটা আমাদের অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।
* **রাশেদা কে চৌধূরী – তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান**
* আমাদের পরিবারগুলো বিদেশের মতো বিচ্ছিন্ন না। এক–একটা পরিবারে অনেক মানুষ থাকে যার অধিকাংশ প্রায় বয়স্ক। শিক্ষার্থীরা শুধু মা-বাবার কাছেই ফিরে যায় না, আরও অনেকের কাছে ফিরে যায়। স্কুল খোলার সঙ্গে এসব বিবেচনা করতে হবে।
* শিক্ষিত মানুষই মাস্ক ছাড়া চলাফেরা করছেন। সে ক্ষেত্রে গ্রাম এলাকায় কীভাবে স্বাস্থ্যসচেতনতা আশা করব। প্রায় ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর মা-বাবা লেখাপড়া জানেন না। তাঁরা প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। তাঁদের কীভাবে সচেতন করা যাবে।
* জাপানিরা স্কুলের জন্য ইনফেকশন কন্ট্রোল ম্যানুয়াল করেছে। এটা করোনার ঝুঁকি প্রশমনে কাজ করবে।
* দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কত শিক্ষার্থী আছে সেটা আমরা জানি না। আমরা যদি স্কুল খুলি তাহলে তাদের বিষয়ে আমাদের কী উদ্যোগ হবে। এরা কীভাবে স্কুলে আসবে, এদের জন্য প্রস্তুতি কী হবে, সেটা ঠিক করতে হবে।
* **মমিনুর রশিদ আমিন – অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়**
* স্কুলের বিকল্প বাড়ি বা অনলাইন ক্লাস হয় না। স্কুলে আমরা শুধু পড়ালেখা শিখি তা না, সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিকতা ও খেলাধুলা শিখি। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্ধুত্ব, শেয়ারিং–কেয়ারিংসহ আরও অনেক কিছু শিখি।
* আমাদের জাতীয় সংসদের টেলিভিশনের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষকের ক্লাস আপলোড করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের হিসাব হলো, চলমান শিক্ষা কার্যক্রমে ৭ থেকে ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী হয়তো বাদ পড়েছে।
* আমাদের একটা ক্লাসে বসার ব্যবস্থা রয়েছে ৪০ থেকে ৫০ জনের। একটা ক্লাসে এত শিক্ষার্থী, তাদের কীভাবে বসানো হবে, সেগুলো চিন্তা করতে হবে। বিকল্প ক্লাস নিতে হবে কি না, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিক্ষককে হয়তো দুবার ক্লাস নিতে হতে পারে।
* শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়টি আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে।
* **সৈয়দ গোলাম ফারুক – মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর**
* ইউনিসেফের সঙ্গে আমরা পরিকল্পনা করছি। একটা কমিটিও হয়েছে। স্কুল খোলার আগে কী করা দরকার, খোলার সময় কী করা দরকার, পরে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে—এসব নিয়ে কাজ করছি।
* **ইউসুফ আলী – পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)**
* আমাদের প্রতিষ্ঠানটি মূলত প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। কোভিডের সময় আমরা অনলাইনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আগামী ১ নভেম্বর থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ শুরু করব। ৪০ জন প্রধান শিক্ষককে নিয়ে আমরা একটি কর্মসূচি শুরু করব।
* নভেম্বরের শুরুতে প্রধান শিক্ষকদের যে কর্মসূচি আছে, সেখানে স্কুল খোলার প্রস্তুতি, শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, অভিভাবকদের সচেতনতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
* আমাদের সক্ষমতা ও পরিকল্পনা দুটিকে বিবেচনায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলো খোলার পরিকল্পনা করতে হবে।
* **কেনেথ এ রাসেল – শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ইউনিসেফ বাংলাদেশ**
* করোনা মহামারি বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও তাদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রদানের দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। ধীরে ধীরে শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে। শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে। স্বাস্থের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে। মানব সম্পদ তৈরি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় দরিদ্য থেকে যাচ্ছে ও অদক্ষ মানব সম্পদ তৈরি হচ্ছে।
* ধারণা করা হয়, বিশ্বে প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থী স্কুল থেকে ঝরে পড়তে পারে।
* প্রায় ৬০ ভাগ মানু্ষ মনে করছে বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেতে পারে।
* দুই বছর আগে বিশ্ব ব্যাংকের একটা তথ্য হলো, সাড়ে ছয় বছরে যা শেখার কথা বাংলাদেশের শিশুদের সেটা শিখতে ১১ বছর লাগে। বিশ্বব্যাংকের ধারণা পাঁচ মাস স্কুল বন্ধ থাকলে ভবিষ্যতে উপার্জন কমে যায় প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন ডলার। যা শিক্ষা খাতে মোট বিনিয়োগের ১৬ শতাংশ। বিশ্বে গড়ে স্কুল বন্ধ পাঁচ মাস, কিন্তু বাংলাদেশে সাত মাস। এ জন্য বিশ্বব্যাপী বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ উপার্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
* কোভিডের আগে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় শিক্ষায় দরিদ্র্য ছিল ৫০ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে এটা ৫৭ শতাংশ।
* **সামিয়া আহমেদ – সিনিয়র ম্যানেজার, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ক্যাম্পেইন, সেভ দ্য চিলড্রেন**
* সেভ দ্য চিলড্রেন এর একটা গবেষণা থেকে দেখা গেছে, স্কুল বন্ধ থাকায় বাল্যবিবাহ বেড়ে গেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা উন্নয়নের ধারা ছিল সেটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।
* সেভ দ্য চিলড্রেন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা একটা ডিজিটাল হ্যাংআউট করার চেষ্টা করছি। সেখানে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের মানুষ থাকবেন, শিশু প্রতিনিধি থাকবেন। এ আয়োজনে শুধু বাংলাদেশ নয় অন্যান্য দেশের শিশুরাও থাকবে। আমরা সবার কথা শুনব। এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না, সারা বিশ্বের সমস্যা। তবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা বেশি খারাপ।
* **মোহাম্মদ মহসীন – শিক্ষা ব্যবস্থাপক, ইউনিসেফ বাংলাদেশ**
* বাংলাদেশে ৬৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রি–স্কুল (চার-পাঁচ বছর) চলে। ছোট শিশু যারা প্রথমবারের মতো স্কুলে ভর্তি হলো, তারা কিন্তু স্কুল পেল না। ছোট শিশুর আর্লি লার্নিং ক্যাপাসিটির জন্য আমাদের যা যা আয়োজন, সেটা যদি ঠিকভাবে সম্পন্ন করা না হয়, তাহলে তাঁর বিকাশ কখনো সেভাবে হবে না। সারা জীবনেও এটা পূরণ হবে না।
* শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে তুলনামূলকভাবে যারা প্রি–স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, প্লে–গ্রুপ, নার্সারিতে পড়ে, সেসব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের হার অনেক কম। বিশ্বব্যাপী এটা ৬ শতাংশ। তাই আমার পরামর্শ হলো যারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে, তাদের আগে স্কুলে নিয়ে আসা।
* স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হলে, স্কুলকে নিরাপদ করতে হলে অর্থের প্রয়োজন, বাজেট প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল যদি নিরাপদ চিন্তা করি, তাহলে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত করে বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে।
* আগামী দিনের বাস্তবতা হচ্ছে, শ্রেণীকক্ষের পাশাপাশি একধরনের অনলাইন পদ্ধতি চালু থাকা। পরিকল্পনা ‘এ’ হবে সরাসরি স্কুলে পড়াশোনা। পরিকল্পনা ‘বি’ হলো অনলাইনে স্কুল চালু রাখা। পরিকল্পনা ‘এ’ বাস্তবায়ন সম্ভব না হলে পরিকল্পনা ‘বি’ চালু রাখতে হবে। এটা আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয়ভাবেও হতে পারে। এর জন্য অবকাঠামো নির্মাণ সহ সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।
* **মেহজাবিন আহমেদ - বিশেষজ্ঞ, ওয়াশ প্রকল্প, ইউনিসেফ বাংলাদেশ**
* স্কুলে ফেরাতে সবার জন্য হাত ধোয়া ও মেয়েদের মাসিককলীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ। কোন স্কুলে কতটা ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা আছে তার একটা মূল্যায়ন হওয়া জরুরি।
* ইউনিসেফের ওয়াশ বিভাগ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলে ৭২টি স্কুলে ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিন সুবিধা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ১৪৪টি স্কুলে মেয়েদের মাসিক ব্যবস্থাপনা সুবিধা দিচ্ছে।

**আলোচনার মূল সুপারিশসমূহঃ**

* স্কুল খোলার আগে, স্কুল চালার সময় ও পরে কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় থাকবে এ জন্য জরুরি উদে্যাগ নেওয়া প্রয়োজন;
* হাত ধোয়া, আলাদা টয়লেট, পরিষ্কার–পরিছচ্ছন্নতা সবকিছুর উদ্যোগ নেওয়া হলো, কিন্তু যদি তদারকি না থকে তাহলে কোনো পরিকল্পনাই কাজে আসবে না;
* স্কুল না খোলার জন্য অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। বাল্যবিবাহ বাড়ছে। সামাজিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে;
* সবার কাছে একটা বার্তা যেতে হবে যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিক আছে, এখন শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে পারে;
* স্কুলের বিকল্প বাড়ি বা অনলাইন ক্লাস হয় না। স্কুলে আমরা শুধু পড়ালেখা শিখি তা না, সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিকতা ও খেলাধুলা শিখি;
* স্কুল বন্ধ থাকলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। ধীরে ধীরে শিক্ষার হার কমতে থাকে। বৈষম্য ও সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে যায়।